ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসঙ্গে

মাস্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা-তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বলিলেন, ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কি হয়েছে?

মাস্টার -- 'আপনি হতভাগা ডাক্তারদের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন' -- এ-কথা শুনে গিছলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কে বলেছিল?

মাস্টার -- মহিমা চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তারপর?

মাস্টার -- তা মহিমা চক্রবর্তীকে বলে 'তমোগুণী ঈশ্বর' (God's Lower Third) এখন ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বরের সব গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) আছে! (পরমহংসদেবের হাস্য) আবার আমায় বললেন, রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা আটটার সময় বলেন, 'এখনও পরমহংস চলছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) -- ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বলবার জো নাই আমাকে চিন্তা কর; তা আপনিই করছে।

মাস্টার -- আবার বলেন, As man I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলে মানি না। কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আর কিছু কথা হল?

মাস্টার -- আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে?' ডাক্তার বললেন, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু; আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত!' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য) আরও বললেন, 'তোমরা জান না যে আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে -- দুই-তিন জায়গায় রোজ যেতে সময় হয় না।'